গাংনীতে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বীর মুক্তিযোদ্ধার দাফন

মেহেরপুরের গাংনীতে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বীর মুক্তিযোদ্ধার আইজদ্দীন(৮৭) এর দাফন সম্পন্ন হয়েছে। আজ বুধবার (৮ নভেম্বর) সকাল ১১টার সময় গাংনীর ফতাইপুর কেন্দ্রীয় ঈদগাহ প্রাঙ্গনে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অফ অনার শেষে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা বীর মুক্তিযোদ্ধা আইজদ্দীনের মরদেহকে জাতীয় পতাকা দ্বারা আচ্ছাদিত ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এর পরপরই সাবেক সংসদ সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

গাংনী থানার পুলিশ পরিদর্শক মনোজিৎ কুমার নন্দী’র নেতৃত্বে পুলিশের একটি চৌকস দল বীর মুক্তিযোদ্ধা আইজদ্দীনের মরদেহকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান করেন।

মেহেরপুরে তিন বিচারকের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা জজ আদালত ও চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত থেকে সম্প্রতি বদলি হওয়া তিন বিচারককে বিদায় সংবর্ধনা দিয়েছে মেহেরপুর বিচার বিভাগ।

মঙ্গলবার (৭ নভেম্বর) দুপুর সাড়ে তিনটার সময় মেহেরপুর জেলা জজ আদালতের সম্মেলন কক্ষে জেলা জজ আদালতের সরকারি জজ আরিফা আফরিন আঁখি, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস এম শরিয়ত উল্লাহ এবং সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ তরিকুল ইসলাম কে বদলি জনিত কারণে বিদায় সংবর্ধনা দেয়া হয়।

বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতে

বিচারক মোঃ শহিদুল্লাহ্, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিকসহ বিচারকগণ এবং আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারককে সংবর্ধনা

মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক হিসেবে কর্মস্থলে যোগদানের এক বছর পূর্তিতে জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোঃ শহীদুল্লাহ কে সংবর্ধনা দিয়েছে মেহেরপুর বিচার বিভাগ ও মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতি।

মঙ্গলবার (৭ নভেম্বর) দুপুর তিনটায় মেহেরপুরে জেলা ও দায়রা জজ আদালতে এই শুভেচ্ছা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এ সময় মেহেরপুর বিচার বিভাগের সকল বিচারকগণ সহ বিচার বিভাগের সকল কর্মকর্তা কর্মচারী এবং মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় পৃথক অভিযানে রেকক্টিফাইড স্পিরিটসহ গ্রেফতার ১

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর পৃথক দুটি মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১শ৩০ লিটার রেকক্টিফাইড স্পিরিট উদ্ধার করেছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল ৮ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো:শরিয়তউল্লাহ’র নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনা থানার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে দর্শনা আজিমপুর মিল গেট এলাকার মৃত্য হারুনের বাড়িতে।

এ সময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর বসত বাড়ির ভিতর থেকে কন্টিনেটারে রাখা ১শ লিটার রেকক্টিফাইড স্পিরিট উদ্ধার করে। এ ঘটনায় মারুফ খান অন্তর কৌশলে পালিয়ে রক্ষা পায়।তবে অন্তরকে আটক করতে না পারলেও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর বাদি হয়ে পলাতক হিসাবে দর্শনা আজিমপুর কেরু মিলগেট এলাকার মৃত্য হারুনের ছেলে আসামি মারুফ খান অন্তরকে (২৪)নিয়মিত মামলা দায়ের করেছে।

অপরদিকে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে পাঠান পাড়ার অভিযান চালিয়ে বাবু মিয়ার বাড়ি থেকে কন্টিনেটারসহ ৩০ লিটার রেকক্টিফাইড স্পিরিট উদ্ধার করে। পরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর দর্শনা রেল কোলনী পাঠান পাড়ার মৃত্য হামিদ মিয়ার ছেলে বাবু মিয়াকে (৫৮) গ্রেফতার করে।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রনের উপ পরিদর্শক আকবর হোসেন মামলার বাদী হয়ে মাদক আইনে দর্শনা থানায় দুজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।

আজ তাদের দুজনকে মাদক মামলসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে পুলিশ।

শৈলকুপায় স্বামীর হত্যাকারীদের ফাঁসির দাবীতে স্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার আবাইপুর ইউনিয়নের ইউপি সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা রিপন হত্যার মুল পরিকল্পনাকারী বিশ্বাস বিল্ডার্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নজরুল ইসলাম দুলাল ও তার ভাই ইউপি

চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন বিশ্বাসসহ জড়িতদের ফাঁসির দাবীতে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (০৭ অক্টোবর) সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন করে নিহত রিপনের স্ত্রী তানিয়া খাতুন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করে বলেন, বিশ্বাস বিল্ডার্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নজরুল ইসলাম দুলাল ও তার ভাই ইউপি চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন বিশ্বাস এলাকায় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য এই হত্যাকান্ড করিয়েছে। দুলাল বিশ্বাস প্রত্যক্ষ মদদে এই হত্যা।

তানিয়া খাতুন তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, হত্যার পর হত্যাকারীরা এলাকায় এসে উল্লাস করে বেড়াচ্ছে। আমরা যাতে বিচার না পাই, মামলা যেন তুলে নিই এ কারণে হত্যাকারীরা আমাদের হুমকি-ধামকি দিচ্ছে। হত্যার পর তারা উল্লাস করে আমার স্বামীর সমর্থকদের অন্তত ৪০/৫০ টি বাড়ী-ঘর ভাংচুর করে।

তিনি আরও বলেন, খুন করার পর খুনিরা বিশ্বাস বিল্ডার্সের মালিক দুলাল বিশ্বাসের ঢাকার অফিসে আশ্রয় নেয়। তার অফিসের সামনে থেকে ৪ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বাকী আসামীদের দুলাল বিশ্বাস আশ্রয় দিয়ে ও টাকা দিয়ে হাইকোর্ট থেকে জামিন করিয়ে আনে। জামিন করার পর দুলালের অফিসে তারা ভুড়িভোজ ও আনন্দ উল্লাস করে। খুনিরা খুন করার পর যেভাবে উল্লাস করছে তাতে আমি ও আমার পরিবার শংকিত। তাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অনুরোধ জানায় এই হত্যার মুলহোতা দুলাল বিশ্বাস, হেলাল বিশ্বাসসহ জড়িত সকলের দৃষ্টান্ত মুলক শাস্তির ব্যবস্থা যেন করেন।

সংবাদ সম্মেলনের নিহতের স্ত্রী তানিয়া খাতুন ছাড়াও, পিতা আবুল কালাম আজাদ, চাচা জাফর বিশ্বাস, খালাতো ভাই নাসির বিশ্বাস, ভগ্নিপতি জাহাঙ্গীর ইসলাম শলক, শৈলকুপা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মতিয়ার রহমান বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক ও শৈলকুপা উপজেলা চেয়ারম্যান এম আব্দুল হাকিম আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শামীম হোসেন মোল্লা, জেলা যুবলীগের যুগ্ম-আহ্বায়ক হাফিজুর রহমান, শফিকুল ইসলাম শিমুল জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সজিব হোসেন, নিত্যানন্দপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মফিজ উদ্দিন বিশ্বাস, আবাইপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খালেকুজ্জামান উকিল মোল্লা, যুবলীগ নেতা শহিদুল ইসলাম, স্থানীয় মাতব্বর মাসুদ বিশ্বাস, মুন্নু বিশ্বাস, সুজন বিশ্বাসসহ পরিবারের সদস্যরা।

উল্লেখ্য, গত ১৬ অক্টোবর রাত দেড়টার দিকে মোটর সাইকেল যোগে বাড়ি ফিরছিলো রিপন। পথে মীনগ্রাম মাঠের মধ্যে পৌঁছালে দুলাল ও হেলালের লোকজন তার গতিরোধ করে কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর যখম করে। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

ঝিনাইদহে বিপুল পরিমান মাদক ও নগদ অর্থসহ ৩ যুবক আটক

ঝিনাইদহে বিপুল পরিমান মাদকদ্রব্যসহ ৩ যুবককে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার মধ্যরাতে সদর উপজেলার হাটগোপালপুর এলাকা থেকে তাদেরকে আটক করা হয়।

ঝিনাইদহ সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মীর আবিদুর রহমান জানান, ঝিনাইদহ সদর থানার পুলিশ গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারে হাটগোপালপুর বাজার এলাকায় একটি চক্র মাদক কেনা-বেচা করছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে সদর থানার অফিসার ইনর্চাজ (ওসি) শাহীন উদ্দিন ◌্এর নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করে তাদেরকে আটক করে। আটককৃতরা হলো- মাদক ব্যবসায়ী দীপ্ত কুমার বিশ্বাস, জাকারিয়া হোসেন ও এনামুল হক। তাদের বাড়ী সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় বলে পুলিশ জানায়। এসময় তাদের কাছ থেকে ১২০ বোতল ফেন্সিডিল, ৩০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট, ৩ টি মোটরসাইকেল, ১ টি ল্যাপটপ, ১০ টি স্মার্ট মোবাইল ফোন ও মাদক বিক্রির নগদ ৯০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে হাটগোপালপুর এলাকায় বাসা ভাড়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসা করে আসছে বলে একাধিক অভিযোগ রয়েছে।

বিএনপি নেতার নির্দেশনায় পুলিশ হত্যা: সিটিটিসি

বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্দেশনায় পুলিশ সদস্য আমিরুল হক পারভেজকে হত্যা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসি)। মঙ্গলবার ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান সিটিটিসি প্রধান অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মো. আসাদুজ্জামান।

সিটিটিসি জানায়, গত ২৮ অক্টোবর বিএনপি এবং ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্দেশে সমাবেশের দিন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাবেক সদস্য সচিব আমান উল্লাহ আমান তার অনুসারীদের নিয়ে নয়াপল্টন কেন্দ্রিক মঞ্চের পাশে অবস্থান নেয়। মঞ্চে অবস্থিত বিএনপির এবং ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্দেশনা ছিল পুলিশের ওপর বর্বরোচিত ও নৃশংস হামলার মাধ্যমে পুলিশের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া। প্রয়োজনে এক বা একাধিক পুলিশ সদস্যকে হত্যার মাধ্যমে দেশে একটি অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করা, যাতে করে একটি নতুন ইস্যুর সৃষ্টি হয়।

সিটিটিসি প্রধান বলেন, ‘কাকরাইলে সমাবেশে উপস্থিত বিএনপি কর্মীরা পুলিশের ওপর হামলা করলে পুলিশ এবং বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। কাকরাইলে সংঘর্ষের সুযোগ নিয়ে বিএনপি ও ছাত্রদলের হাইকমান্ড নেতাদের নির্দেশে নয়াপল্টনের বিএনপি পার্টি অফিসের পাশে ভিক্টরি হোটেলের পাশের গলি দিয়ে গ্রেপ্তার আমান ছাত্রদলের একটি বড় অংশ নিয়ে পুলিশের ওপরে হামলা করার জন্য এগিয়ে যায়। সমাবেশে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের অবস্থান সম্পর্কে আগে থেকেই তাদের জানা ছিল। সে তার দলবল নিয়ে সামনের দিকে এগোতে থাকে।

পল্টন টাওয়ারের সামনে এসে ওই দলের একটি অংশ বক্স কালভার্ট রোডের পশ্চিম প্রান্তে বিজয় নগর পানির ট্যাংকির দিকে যায় এবং অপর অংশটি তার নেতৃত্বে বক্স কালভার্ট রোডের আগের প্রান্তের দিকে এগিয়ে যায়। বক্স কালভার্ট রোডের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছানোর পরে ছাত্রদলের কর্মীরা সেখানে দায়িত্ব পালনরত পুলিশ সদস্যদের ওপরে অতর্কিত হামলা করে। এ হামলার পরিপ্রেক্ষিতে বক্স কালভার্টের পশ্চিম প্রান্তে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদেরকে সাহায্য করার উদ্দেশে আগের প্রান্তে পুলিশ সদস্যরা বক্স কালভার্ট রোডের

পশ্চিম দিকে এগিয়ে যায়। পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাওয়া পুলিশ দলটির ওপরে আমানের নেতৃত্বে ও নির্দেশনায় হামলা শুরু হয়।’

সিটিটিসি প্রধান আসাদুজ্জামান আরও বলেন, ‘ছাত্রদলের এই অংশটি আমানের নেতৃত্বে পুলিশদের ওপরে ইট- পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। আত্মরক্ষার জন্য পুলিশ সদস্যরা টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে ছাত্রদলের আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে। জানমাল রক্ষা ও ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য পুলিশ সদস্যরা অস্ত্র ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে এবং সর্বোচ্চ সহনশীলতার পরিচয় দেয়।’

তিনি বলেন, এই পর্যায়ে পুলিশ সদস্যদের একটি বড় অংশ বক্স কালভার্ট রোডের পূর্ব দিকে অবস্থিত ডিআর টাওয়ার ও আশেপাশের স্থাপনায় অবস্থান নেয়। এ অবস্থায় আমানের নেতৃত্বে তার অনুসারীরা পুলিশ সদস্যদের হামলা করার জন্য ক্রমাগত ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। বিক্ষিপ্ত ইটের আঘাতে পুলিশ কনস্টেবল আমিরুল ইসলাম পারভেজ রাস্থায় লুটিয়ে পড়ে যায়। এমন সময় নৃশংসভাবে হত্যা করার উদ্দেশ্যে লাঠি দিয়ে ক্রমাগত আঘাত করতে থাকে।

অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার আরও বলেন, ‘এসময় কনস্টেবল আমিরুল ইসলাম পারভেজ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এবং রক্তাক্ত অবস্থায় নিথর দেহটি রাস্তায় পড়ে থাকে। পুলিশ সদস্য আমিরুল ইসলাম পারভেজের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা শরীর গুরুতর রক্তাক্ত জখম হয়। বিক্ষোভকারীরা মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য কনস্টেবল পারভেজের নিথর দেহের ওপরে বর্বরভাবে আঘাত করতে থাকে। পরে কনস্টেবল আমিরুল ইসলাম পারভেজের মৃত্যু নিশ্চিত করার পরে আমান তার অনুসারীদেরকে নিয়ে বক্স কালভার্ট রোডের পশ্চিম দিক দিয়ে চলে যায়।’

সোমবার (৬ নভেম্বর) রাতে মহাখালী বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা থেকে পুলিশ সদস্য আমিরুল হক পারভেজ হত্যা মামলার প্রধান নেতৃত্বদানকারী আমান উল্লাহ আমানকে গ্রেপ্তার করেছে কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসি)।



মেহেরপুর জজ কোর্টে নতুন কনফারেন্স রুমের উদ্বোধন

মেহেরপুর বিচার বিভাগের নতুন কনফারেন্স রুম (সম্মেলন কক্ষ) উদ্বোধন করেছেন মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ মোঃ শহিদুল্লাহ।

সোমবার ৬ নভেম্বর সকাল ১০ টায় মেহেরপুর জেলা জজ আদালতের তৃতীয় তলায় ১০০ আসন বিশিষ্ট আধুনিক সুযোগ সুবিধা সমৃদ্ধ নতুন কনফারেন্স রুমটির উদ্বোধন করা হয়।

ছবিঃ মেহেরপুর প্রতিদিন

এসময় জেলা জজ আদালত ও চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সকল বিচারক,মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি কামরুল হাসান ও সাধারন সম্পাদক খ.ম.ইমতিয়াজ হারুন বিন জুয়েল এবং মেহেরপুর জেলা বিচার বিভাগের সকল কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য আগের সম্মেলন কক্ষটি ছিলো ছিল স্বল্প পরিসরে জেলা জজ আদালতের দ্বিতীয় তলায়। সেখানে কোন বড় ধরনের সম্মেলন করতে গেলে স্থান সংকুলান হতো না আবার দাপ্তরিক কাজের ক্ষেত্রেও সমস্যা ঘটত। পরিস্থিতি বিবেচনায় জেলা জজ আদালতের বিচারক মোঃ শহীদুল্লাহ পরামর্শে গণপূর্ত বিভাগের পক্ষ থেকে কনফারেন্স রুমটি প্রস্তুত করে দেয়া হয়।

চুয়াডাঙ্গায় শিশু হত্যা মামলায় একজনের মৃত্যুদন্ড ও দুজনের কারাদন্ড

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তালতলা গ্রামের শিশু আবু হুরাইরাকে (১১) হত্যার দায়ে একই গ্রামের আসামি মোহাম্মদ মোমিনকে মৃত্যুদন্ড ও অপর দু আসামি পারভেজ আহমেদ ও আশরাফুজ্জামান রিজনকে ১৪ বছর করে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত দায়রা জজ (২) আদালতের বিচারক মোঃ মাসুদ আলী এ রায় প্রদান করেন। দন্ডিতদের মধ্যে পারভেজ আহমেদ পলাতক আছেন।

চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত দায়রা জজ (২) আদালতের সহকারি পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট গিয়াস উদ্দিন জানান, ২০২২ সালের ১৯ জানুয়ারি বিকেলে বাড়ি থেকে প্রাইভেট পড়তে বের হয়ে নিঁখোজ হয় চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার তালতলা গ্রামের আব্দুল বারেকের ছেলে চুয়াডাঙ্গার ভিক্টোরিয়া জুবিলি উচ্চ বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র আবু হুরাইরা। খুঁজাখুঁজি করে না পেয়ে ২৫ জানুয়ারি আব্দুল বারেক বাদি হয়ে প্রাইভেট শিক্ষক রঞ্জু হোসেনসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে সদর থানায় মামলা দায়ের করেন। কিছুদিন পর গোপন অনুসন্ধানে তথ্য পেয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ একই গ্রামের মোহাম্মদ মোমিনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ১৪ ফেব্রুয়ারি রাত ২টার দিকে তালতলা কবরস্থানের একটি পুরাতন কবরের ভেতর থেকে শিশু আবু হুরাইরায় অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

এ মামলায় তদন্তশেষে ২০২২ সালের ১৪ আগস্ট তালতলা গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে মোহাম্মদ মোমিন (২৩), একই গ্রামের জামাত আলীর ছেলে আশরাফুজ্জামান রিজন (৩০) ও মোতালেব হোসেনের ছেলে পারভেজ আহমেদকে আসামি করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা চুয়াডাঙ্গা সদর থানার পরিদর্শক মিজানুর রহমান।

মামলায় সাক্ষীদের সাক্ষ্যপ্রমানে আসামি মোহাম্মদ মোমিন,

আশরাফুজ্জামান রিজন ও পারভেজ আহমেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামি মোমিনকে মৃত্যুদন্ড ও আসামি আশরাফুজ্জামান ও পারভেজ আহমেদকে ১৪ বছর করে যাবজ্জীবন করাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। আসামি পারভেজ আহমেদ পলাতক থাকায় তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ইস্যু করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের অভিযানে গাঁজাসহ আটক ১

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে এ সময় গাঁজা সহ ১ জনকে আটক করা হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুর দুইটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম ভূইয়ার নেতৃত্বে ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খান ও উপ পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন ও আকবর হোসেন সহ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয় থেকে সদর থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান করে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হকপাড়ার মৃত খোকনের ছেলে আসামি মো:অপু (২৮) কে সদর থানাধীন হকপাড়াস্থ আসামির নিজ দখলীয় বসতঘর হইতে ০১ কেজি গাঁজা সহ তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

উক্ত গ্রেফতারকৃত আসামীকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার ০৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।